"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত

মালিকানার দাবি করথা

এই দলিল পত্র প্রমাণ করছে যে, আমি চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স, মধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এবং সৌরজগতের সঙ্গে অরিয়ন'স বেল্ট তৈরি করা অলনিলাম, অলনিটাক ও মিনটাকা নামের তারকাগুলির মালিকানা দাবি করছি।

মালিকানার ভিত্তি

১৯৬৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিলো 'চন্দ্র চুক্তি', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া সহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলো। ঐ চুক্তিতে বলা হয়েছে, স্বাক্ষরকারি কোনও দেশের সরকার মহাকাশে বিচরণ করা কোনও কিছুর মালিকানা দাবি করতে পারবে না।

> "দখল অথবা অন্য কোনও উপায়ে চন্দ্র এবং সৌরজগৎ সহ মহাকাশে সার্বভৌমত্বের নামে কোনও জাতীয় অধিকার দাবি করা যাবেনা।" (আর্টিকল-২)

উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা নেই। সুতরাং, আমার মালিকানার ভিত্তি অথবা দাবিকে কোনও দেশের সরকারই অস্বীকার করতে পারেনা।

রাষ্ট্রসংঘ সরকার নয়, এবং সেকারণেই কোনও সদস্য রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারেনা।

নোট ঃ চার্লস ওয়েসলি ফেয়ার্স, স্যুইচেজ ইউজেসের প্রথম এবং তৃতীয় ব্যক্তির দলিল সহ। দয়া করে এটা বাদ দিন।

মালিকানার তালিকা

১) উপরের উল্লেখিত মতে, আলনিলাম, আলনিটাক ও মিনিটাকা তারকাগুলি ছায়া পথে 'অরিয়ন তারামন্ডলে' অবস্থান করছে। এর অর্থ হচ্ছে সারা তারকাগুলির আলো সেখান থেকেই উৎপন্ন হয়, ৪ নম্বর ধারায় আলোচনা করা হয়েছে।

২) অসামঞ্জস্য এড়িয়ে চলার জন্য তারামন্ডল তারকাগুলির একই নাম দেওয়া হয়েছে। জ্যোতির বিজ্ঞান অনুযায়ী তারাগুলির সঠিক গ্রহণযোগ্য নাম নিচে উল্লেখ করা হল—

(অধয্য অংশ শুরু)

সূর্য্যের প্রায় ২০ বার পরিমানে সব তারাগুলি

	আলনিটক	**আলনিলাম**	**মিনটক**
দূরত্ব (লাইট ইয়ার)	৮০০	১৩৪০	৯১৫
বিজ্ঞানী নাম	জিটা ওরিওনম	ইপসিলন ওরিওন্স	ডেল্টা
ওরিওন্স			
এস এ ও কেটালগ নম্বর	১৩২৪৪৪	১৩২৩৪৬	
	১৩২২২০		
হেনরি ড্রাপার কেটালগ	৩৭৭৪২	৩৭১২৪	
	৩৬৪৮৬		

"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত"

হারভার্ড রিভাইজড (এইচ আর) নম্বর	এইচ আর ১৯৪৮	এইচ আর ১৯০৩	এইচ আর ১৮৫২
ভিজিউল ব্রাইটনেস	২.০৫	১.৭৭	২.২৩
স্পেক্টারেল ক্লাস	০৯.৪I বি	বি০I এ	০৯.৫II
রাইট এসেনশন	৫ ইঁচ ৪০.৭৫৮ এম	৫ এইচ ৩৬.২১৬এম	৫ এইচ ৩২.০০৭ এম
ডিক্লাইনেশন	-১°৫৬.৫৬৭' ০°১৭.৯৫০'	-১°১২.১১৭'	

মিনিটাকা ও অলনিটাক দুটিই কম্প্রোনিটম স্টার সিস্টেমের অংশ। এর মধ্যে আসলে একাধিক তারা রয়েছে। সুতরাং তারার যে মালিকানা দাবি তার মধ্যে শুধু তিনটে তারা ছাড়া আরও অনেক তারা পড়ছে। কিন্তু এসব নিয়ে এখন পড়ে থাকার দরকার নেই। আমি তারাগুলি ব্যাপারে কথা বলবো যেমন করে জ্যোতিষীরা বলে তাই মিনিটাকা অলনিটাক বলে বুঝতে হবে তাদের সঙ্গে সংশ্লীষ্ট সব তারা।

<u>অধ্যর্য অংশ সমাপ্ত</u>

৩) এই তারাগুলিকে নিয়ে গঠিত নক্ষত্র মন্ডলি মধ্যে আলনিলাম, আলনিটাক এবং মিনিটাকা যাবতীয় উপগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে যেকোনও গ্রহের স্থায়ী উপগ্রহে রয়েছে যেগুলি তার এক গ্রহের পাকখায়। তাহলে কি যুগ্ম নক্ষত্র মন্ডলী রয়েছে যার মধ্যে একটি গ্রহের দুটি কক্ষপথ আছে। এইসব তারার নিজস্ব এবং অন্যটি আর একটি তারা। চার পাশে ঘুরে যে তারাটি চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স-এ মালিকানার বাহিরে। এই গ্রহ আমার মালিকানা থাকবে যতদিন তার উপরে আলনিলাম, আলনিটাক অথবা মিনিটাকার মাধ্যকর্ষণশক্তি কাজ করছে।

৪) এইসব তারা থেকে উৎসারিত আলো। আমি এসব দাবি করছি না যে এসব আলো আমার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রাত্রে এ আলো অনেকেই দেখেছে। ফোটন্স যেটা পৃথিবী থেকে কেউ এখন দেখতে পারেন সেগুলি হয়তো তারিখের আগে আলো দিচ্ছে তাই আমি সেই আলো দাবি করছি না। কিন্তু ঐ তারিখের পর থেকে যে ফোটন্স আলো দেবে সেগুলি আমার অধিকারের ভুক্ত থাকবে। তাই সবথেকে দূরের যে তারা সেটা ১,৩৫০ আলোক বর্ষের দূরে। আলোকবর্ষ মানে একবছরে আলো যতদূর যেতে পারে সেটাতাই ২৯ সেপ্টেম্বর ৩৩৫৩ পরে ওরিয়ন থেকে আসা আলো পৃথিবীর লোক যা দেখবে তার মালিক হচ্ছেন মি. ফেয়ার্স। এবার বিনামূল্যে দেখা যায় বা আইনগত দায়িত্ব থাকবে না।

<u>মালিকানা অন্তরভুক্ত করা হয়নি</u>

১) তারা বা গ্রহের খালি স্থানে ওই তিনটি তারা রয়েছে।
২) কোনও মুক্ত ভেসে থাকা গ্রহ ওরিয়ন তারামন্ডলে প্রায়ই পাওয়া যায়।
৩) যে কোন গ্রহের দুটি কক্ষ পথ থাকতে পারে, তা আগে বলা হয়েছে। আমি নিজে উপলব্ধি করেছি যে একটি তারা অন্য একটি তারাতে মাধ্যকর্ষণ শক্তি দিয়ে আধিপত্য করে।

"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত"

৪) ওরিওন নিবুলা। আমি কখনই ওই অর্থহীন মেঘের ধূলাকণার সঙ্গে কিছু করতে রাজি নয়। অরিয়ন্স বেল্ট নিবুলা পেয়ে মানুষ বিভ্রান্ত। তারা একই বস্তু নয়। ওরিয়ন নিবুলা হচ্ছে অর্থহীন।

৫) প্রাচীন ইজিপ্টসিয়ন্সের আত্মা। লিমি ব্যাখ্যা করল। প্রাচীন ইজিপসিয়নেরা বিশ্বাস করে যে স্বর্গ হচ্ছে আকাশের একটি অংশ, যেখানে ওরিওয়ন্স থাকে। ওই বিষয় নিয়ে কেউ একজন আমার উপর পাগল। সুতরাং লিমি পুণরাণ বল ঃ কোনও আত্মা নেই।

<u>স্টেট অফ ইনটেন্সান্স</u>

পৃথিবীর অথবা অন্যকোনও বিশ্বের নাগরিকে শোষণ করার আমার কোনও পরিকল্পনা। লাইট চার্জ করা অথবা পূর্বে উল্লেখও তারা হতে আলোককণা সংগ্রহ করার আমার কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু সেখানে জমি বিক্রয় করতে আমি ইচ্ছুক থাকিবো। অথবা সম্ভবত এটাই হবে আমার শিশু। আমি এখনও জানিনা। পৃথিবীর কোনও জাতীয় সরকারের সংবিধানে কোন শর্ত নেই যে আকাশে বিচরণ করা থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে। অন্য বিশ্বের অস্তিত্বের প্রয়োজন, এখানেই সমস্যা রয়েছে। তাদের যাই হোক আমি এতে সম্মুখিত হতে চাই। <u>কারণ এটা হবে অনেক ভয়ঙ্কর।</u> নরক, ধরে নেওয়া যাক এটা সম্ভবত ঘটবেনা। ওই তারা নিয়ে আমি কখনই নিজে সরকার করতে পারি। যদি আমি পছন্দ করি, আমার ছোটটি হবে দ্যা ইন্টার গ্লাসটিক মেক্সমাস্টার। আমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ওই বিষয়গুলি পরবর্ত্তী দলিলে আলোচনা করবো। এবং নরক, আমি নিশ্চয় করবো।

<u>শর্ত</u> ঃ

এতএব সরকার এখন সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের দাবি করতে পারে না। এই দলিলের একটি প্রতিলিপি নিম্নলিখিত স্থানে পাঠিয়ে দিলাম।

১) রাষ্ট্রসংঘ
২) সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
৩) রুশ সরকারের প্রেসিডেন্ট
৪) আন্তর্জাতিক জ্যোতিষশাস্ত্রের সংস্থা
৫) আরচিমেডিস স্পেস স্কোম ইনস্টিটিউট।
৬) সংযুক্তদ্ধ রাষ্ট্রে কপিরাইট অফিস।

<u>দ্যা লিগেল ক্রেপ ঃ</u>

১) এই দলিলটি ছিল সম্পাদনসংক্রান্ত.....
..... শিনামের সঙ্গে.....

২) এই দলিলটি ২০০৪ সালের ১৩ মে আরচিমেডি স্পেস স্কোম ইনস্টিটিউটে ওনলাইনে রেজিস্টার করা হয়েছে। রেজিস্টের নম্বর হচ্ছে ডি ২০০৪০ ৫১৩১১১৩২৫

"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত"

৩) এই দলিলটি ইউ এস কপিরাইট অফিসের সঙ্গেই নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটা ঠিকই, আমার ও কেটি কপিরাইট আছে। সুতরাং আপনারা ওরিওন্স বেল্টটির মালিকানা দাবি চেষ্টা করবেন না। এটা আমার। আমার কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ পত্র আছে। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস না করেন তবে কংগ্রেস লাইব্রেরিতে দেখতে পারেন।

৪) নক্সে এই দলিলটি ফাইল করা হয়েছে। সম্পত্তির সংখ্যা এবং দলিল অফিস। সামনের পাতায় প্রমাণ দেখা যায়, এবং প্রত্যেক পাতার নিচের দিকে।

৫) এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটাকে এভাবে রাখতে চাই। লিখার সময়, আমাকে কেউ খুশি করলে আমি স্থানান্তর করবো। আমার যদি আগে মৃত্যু হয়, তবে আমার বংশধর বোন জেনিল নিকোলি ফেয়ার্সই আমার সারা সম্পত্তির মালিকানা হবে।

জেনিল নিকোলি ফেয়ার্স

৬) এই প্রসঙ্গে, ২০০৩ সালেরা অক্টোবরে আমি সংবাদে এভাবে দিলাম, ডাব্লউ বি আই আর (সি এইচ .১০) নক্সোভিলি, টেনিসেস তাদের 'লাইভ এট ফাইভ' প্রদর্শনের জন্য আমাকে একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল। জি' হেড, আক্স' এম.। এই বস্তুটী এমন বায়ু তরঙ্গে আঘাত করছে। আন্দাজ করুন? একজন কেন স্পর্শ / ভ্রমণ করতে পারবেনা, যারা ভাবে একজনই জিততে পারবেনা। এটা নিজের মাথায় করো।

আমি.....>>> কেমেরা .....>>> টেপ .....>>> প্রচার.....>>> বায়ুতরঙ্গ .....>>> মহাআকাশ

এটা অংক কেউই করেনি, কিন্তু আমি ভাবি আমি, সেখানেই যাচ্ছি আপনারা পাচ্ছেন। ৈ বদ্যুতিক আলোর মাধ্যমে এই দাবিটি করছেন চালর্স ওয়াসলি ফেয়ার্স, যেকেউ দাবি করার আগে এটা ওরিওন্স বেল্টে পৌঁছাবে। এবং যে কোন রর্বেটের আগে। এটার কারণ হচ্ছে আমি একমাত্র ব্যক্তি যার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম।

৭) এই দলিলটি ফেডারেল কোর্টে পেশ করা হয়েছিল।

.....	.....	.....
তারিখ	ন্যায়াধীশ / কোর্ট	রায়

৮) বাকী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যারা এর সঙ্গে পেশ করেছেন।

.....
.....
.....
.....

"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত"

৯. ২০০০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স তার তৈরি দলিলে বলেছেন পূর্বোক্ত মালিকানা দাবিতে অলনিলাম, অলনিটাক ও মিনটাকা তারার উপগ্রহ থেকে আলো উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যতে কিভাবে অভ্যাস করা দরকার তা ওই দলিলে রয়েছে। ২০০০ সালোর সেপ্টেম্বর ২১-এ চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স এটা সংশোধন এবং সম্পাদন করেছিলেন। কোনও দল দলিল প্রস্তুত করতে পারেনি। পুর্বোক্ত ওরিয়ন বেল্টের অংশ ওই তিনটি তারার বৈধ মালিকানা হচ্ছেন চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স।

চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স

.....

চালর্স ওয়েসলি ফেয়ার্স

"ক' পিরাইট্ ২০০৩, ২০০৪ চালর্স ওয়েসলি ফেয়র্স. সর্ব শত্ত সংরক্ষিত"